দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 10 MAR 1997
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

24

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ ॥ সংঘবদ্ধ চক্রের অপতৎপরতা শুরু

ইলিয়াস খান

দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে নানা অপতৎপরতা শুরু হয়েছে। বিভিন্ন সংঘবদ্ধ চক্র লিখিত পরীক্ষা হবার আগেই টাকা নিয়ে চাকরি প্রদানের নিশ্চয়তা, ভুয়া কোচিং করানো, ভুলে ভরা গাইড দিয়ে পরীক্ষার্থীদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে। পরীক্ষার্থীরা, 'যে করেই হোক চাকরি নামের সোনার হরিণ ধরতেই হবে' মানসিকতা নিয়ে যে একটু আশ্বাস দিচ্ছে তার পিছনেই হন্যে হয়ে ছুটছে।

পরীক্ষার্থীরা সবচেয়ে বেশি ধরনা দিচ্ছে নিজ নিজ এলাকার ক্ষমতাসীন দলের রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাছে। এ সুযোগে এক শ্রেণীর প্রতারক নেতাদের নাম ভাঙ্গিয়ে টাকা তুলছে। তদবিরের তোড়জোড় শুরু হয়ে গেছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরেও। অভিযোগ পাওয়া গেছে, এক শ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারী গত বছরের শেষ দিকে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেয়ার পর থেকেই অনেকের কাছ থেকে টাকা নেয়া শুরু করে।

গত বছরের শেষ দিকে দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঁচ হাজার শূন্য পদের জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করা হয়। পুরুষ প্রার্থীর ক্ষেত্রে ডিগ্রী পাস ও মহিলা প্রার্থীর ক্ষেত্রে এসএসসি পাস যোগ্যতাসম্পন্নদের কাছে আবেদনপত্র চাওয়া হয়। দেখা গেছে, পাঁচ হাজার শূন্য পদের বিপরীতে তিন লাখ আটান্ন হাজার আবেদন পড়ে। প্রতিটি শূন্য পদের বিপরীতে আবেদন পড়ে ৭২টি। পুরুষ প্রার্থীর ক্ষেত্রে ডিগ্রী পাসের যোগ্যতা চাওয়া হলেও অনেক আবেদন পড়েছে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারীদের। জানা গেছে, ইতোপূর্বে বর্তমান মার্চ মাসে ভর্তি পরীক্ষা নেয়ার কথা থাকলেও এসএসসি পরীক্ষা শুরু হওয়ায় ভর্তি পরীক্ষা নেয়া সম্ভব হচ্ছে না। আগামী এপ্রিল মাসে পরীক্ষা নেয়া হতে পারে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর সূত্র জানায়, পাঁচ হাজার শূন্য পদের বিপরীতে আবেদনপত্র আহ্বান করা হলেও প্রাথমিকভাবে দু'হাজার জনকে নিয়োগ দেয়া হবে। বাকি তিন হাজারের একটি 'অপেক্ষমাণ তালিকা' তৈরি করা হবে। এদেরকে আস্তে আস্তে নিয়োগ দেয়া হবে। এদিকে সম্ভাব্য 'অপেক্ষমাণ তালিকা' নিয়ে অনেক প্রার্থীর মধ্যে ইতোমধ্যে সংশয় দেখা দিয়েছে। কেননা 'টাকার খেলা' শুরু হবে এ তালিকা তৈরি নিয়েই। রাজনৈতিক প্রভাব, টাকার লেনদেনের খেলা জমে উঠবে এ তালিকা প্রণয়নের সময়। ইতোপূর্বে গত '৯৫ সালে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের সময়ও একটি 'অপেক্ষমাণ তালিকা' তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু উক্ত 'অপেক্ষমাণ তালিকা' তৈরিতে রাজনৈতিক প্রভাব খাটানো হয়েছে বলে পরবর্তীতে তা বাতিল করা হয়।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের একজন কর্মকর্তা জানান, বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যোগ্য শিক্ষকের অভাব রয়েছে। বিশেষ করে ইংরেজী ও অংকের ভাল শিক্ষক খুব কম। তাই যাতে যোগ্যতার ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া যায় সে ব্যাপারে সরকার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাবে। তবে এ ক্ষেত্রে মূল প্রতিবন্ধক দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং রাজনৈতিক প্রভাব। একটি সূত্র জানায়, বরিশালের একটি থানায় ১৯টি শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। কিন্তু স্থানীয় প্রতারকরা ইতোমধ্যে চাকরি দেয়ার নাম করে কমপক্ষে এক শ' জনের কাছ থেকে টাকা নিয়েছে।

এ অবস্থা চলতে থাকলে যোগ্যতার ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগ দুঃসাধ্য হয়ে পড়বে। মধ্য থেকে চাকরি প্রত্যাশী অনেক যুবক-যুবতী টাকা-পয়সা খুইয়ে সর্বস্বান্ত হবে।